দৈনিক ইত্তেফাক

২৯ OCT 1986

তারিখ ২৯ OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

মেয়েদের পাসের হার বাড়ছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ এখনও সীমিত পর্যায়ে থাকলেও আশার সঞ্চার করেছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে মেধাবী ছাত্রীরা তাদের অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে দেশ এবং সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চায়, প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকারী লায়লা খালেতুন নাহার

গত কয়েক বছরে মেয়েদের পরীক্ষায় পাসের হার ভালো। ছেলেদের তুলনায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মেয়েদের সংখ্যা কম হলেও পাসের হারে মেয়েদের সংখ্যা বেশী।

রাজশাহী বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকারী মারুফা কানিজ

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪টি বোর্ডে মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার ৩৬০ জন। পাস করেছে ৩৩ হাজার ৬১৫ জন, অর্থাৎ ৫৭'৩৩ ভাগ। অপর দিকে পুরুষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩ হাজার ৮৮৯ জন। পাস করেছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৬৩ জন। অর্থাৎ ৫৬'৩৮ ভাগ।

ঢাকা ও যশোর বোর্ডের পরীক্ষায় পাসের হারে মেয়েদের সংখ্যা বেশী। ঢাকা বোর্ডের পাসের হারে ছেলেদের হার ৪৭'৯৬ ভাগ, মেয়েদের ৪৯'৮০ ভাগ (১'৮৪ ভাগ বেশী)। রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার পুরুষ ৬২'৪০ ভাগ, মহিলা ৬১'৭৮ ভাগ। কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার পুরুষ ৬২'০০ ভাগ, মহিলা ৬০'৪৫ ভাগ। যশোর বোর্ডে পাসের হার পুরুষ ৫৫'৮৪ ভাগ, মহিলা ৫৮'৩৬ ভাগ। মেয়েরা ৩ ভাগেরও বেশী।

পাসের হার বৃদ্ধি পেলেও মেধা তালিকায় মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। কোন বিভাগেই মেয়েরা এবার প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেনি। বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের সংখ্যা সবচাইতে কম হলেও তুলনামূলকভাবে তারাই সবচেয়ে ভালো ভাবে পাস করে। পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা থাকে বেশী। মেধাবী ছাত্রীরা প্রকৌশল, চিকিৎসা ও উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার্জনের জন্য ভর্তি হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক জ্ঞানলাভ ও গবেষণা কার্যে তারা নিয়োজিত হতে চায়। মানবিক, বাণিজ্য ও গার্হস্থ শাখায় যারা মেধাবী তারা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হয়। সাধারণ ও কম মেধা সম্পন্ন ছাত্রীরা ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হয়।

তেত্রিশ হাজার ছাত্রী পাস করলেও এর মধ্যে খুব কম করে ধরলেও অর্ধেকের কিছু বেশী ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়। বাকীরা আর পড়াশুনা করার সুযোগ পায় না অথবা বিয়ে করে গৃহিণী হয়ে যায়। তবু নিজস্ব চেষ্টায়, পিতামাতার উৎসাহে, মননশীল মেধা ও পরিশ্রমকে নিয়োজিত করে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে যেসব ছাত্রীর সমাবেশ দেখা যায়, আমাদের দেশের পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত নারী সমাজের তারাই যোগ্য প্রতিনিধি। শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বর্তমানে দেশে মেয়েদের সবধরনের পেশায় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আমাদের বক্তব্য, মেয়েরা যেন তাদের মননশীল মেধা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পরিশ্রম দিয়ে কর্মজীবনকে উজ্জল করে তুলতে পারে।

কন্যা সন্তান জন্ম নেয়াটা আমাদের দেশের পিতামাতা বা সমাজের কাছে এখনও কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়।

কন্যা সন্তানের নিরাপত্তাজনিত নিশ্চয়তা এই সমাজে এখনও সন্দেহমুক্ত নয়। কন্যা সন্তান লালন-পালনেও উৎসাহ দেখা যায় না। তার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিয়ে দেয়া এবং বিয়ের পর জীবন দুর্বিষহ হল কিনা তা নিয়েও চিন্তা-ভাবনার অন্ত থাকে না। কন্যা-সন্তানের পিতা-মাতাদের তাই দুর্ভাবনার সীমা থাকে না। পুত্র-সন্তান ভবিষ্যতের অবলম্বন, একথা এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত।

আমাদের মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে যতই এগিয়ে আসবে, এসব প্রচলিত ধ্যান-ধারণার তত পরিবর্তন হবে।

কন্যা সন্তানের অভিভাবকদের এখন আর সেই পুরোন বিশ্বাস নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। মেয়েকে তার মেধা-চর্চার পথ করে দিতে হবে। তাকেও শিক্ষা দীক্ষায় পরিপুষ্ট করে উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিতে হবে। মেয়ে শুধু পরের বাড়ি দাসী হয়ে চলে যাবার জন্য নয়, তার জীবন শুধু ঘর-সংসারের ছকের বাঁধায় আবদ্ধ নয়। তাকে তার যোগ্যতা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।